Released 15-2-1952

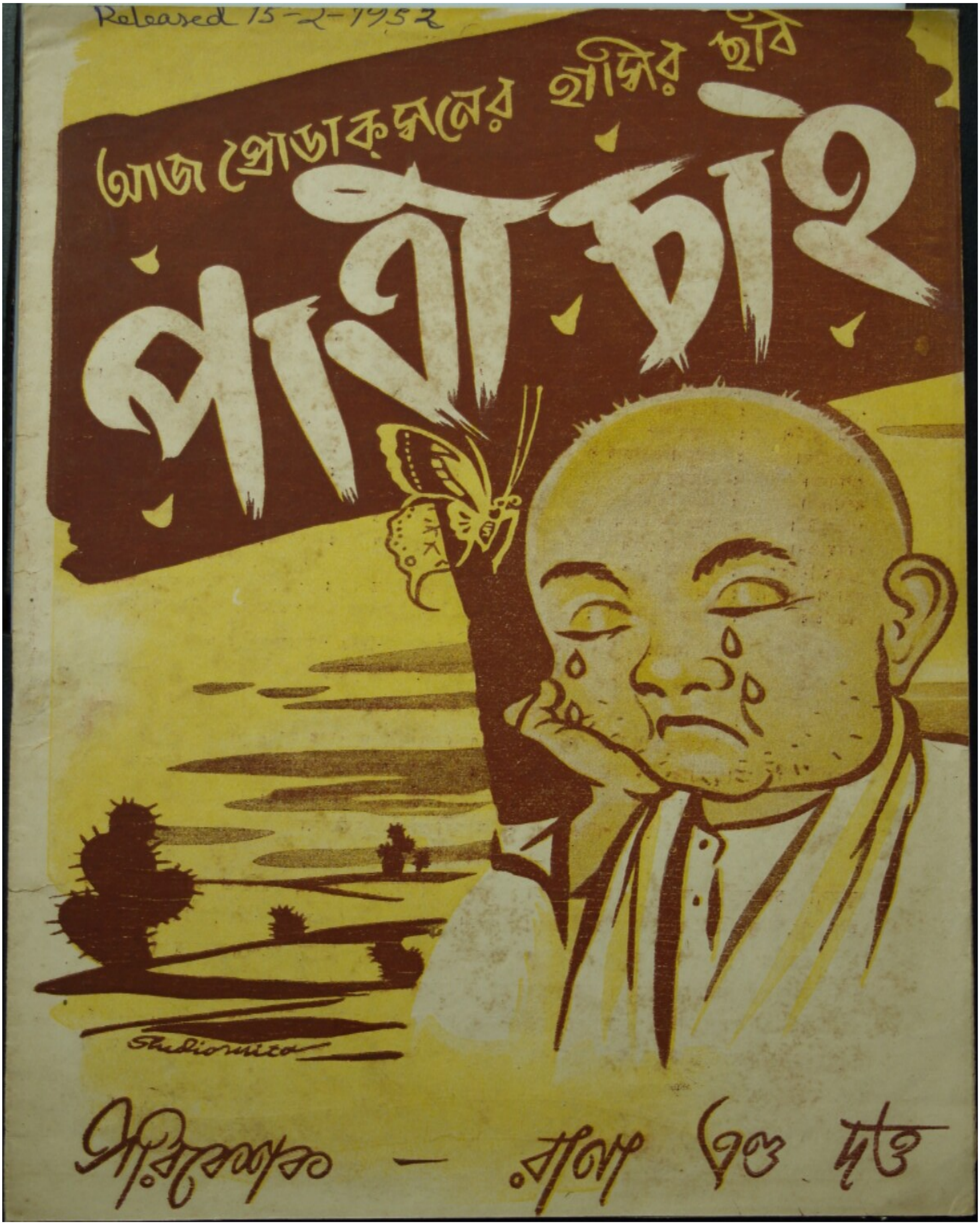

পরিবেশক — রাণা গুপ্ত দত্ত

আজ প্রোডাকশনের নিবেদন

পাত্রী চাই

—সংগঠনকারী—

কাহিনী	:	প্রতিমা দাশগুপ্তা, এম-এ,
সংলাপ	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
গীতিকার	:	আশা দেবী
সুরসৃষ্টি	:	রাজেন সরকার
সঙ্গীত অনুসৃতি	:	সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা
চিত্রশিল্পী	:	প্রভাত ঘোষ
শব্দযন্ত্রী	:	মনি বসু
শিল্প নির্দেশ	:	অরুণ বসু
রাজসজ্জা	:	ভোলা ভট্টাচার্য ও মনি সামন্ত
রূপসজ্জা	:	ধীরেন দত্ত
সম্পাদনা	:	সুবোধ রায়
পরিস্ফুটনা	:	পঞ্চানন নন্দন
ব্যবস্থাপনা	:	ভবানী ঘোষ
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ	:	খগেন মল্লিক
নৃত্য পরিকল্পনা	:	অতীন লাল
স্থির চিত্র	:	বেঙ্গল ষ্টুডিও লিঃ
প্রচার	:	ষ্টুডিও মিতা
প্রযোজনা	:	জিতেন গল

—সহকারী—

পরিচালনায়	:	পিনাকী মুখোপাধ্যায় অজিত গঙ্গোপাধ্যায়
চিত্র শিল্পে	:	সন্তোষ রসাক ও চিন্ময় ঘোষাল
শব্দযন্ত্রে	:	সুশীল সরকার ও চঞ্চল ঘোষ
বুমম্যান	:	পাচু মণ্ডল
রূপসজ্জা	:	বীরেন নস্কর
সম্পাদনায়	:	কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাপদ নস্কর
ব্যবস্থাপনায়	:	মণীন্দ্র রায় ও মহাদেব দাস
পরিস্ফুটনায়	:	বলাই, অবনী, তারাপদ, সত্যেন, নীরেন
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণে	:	শম্ভু, নিতাই, যাদব, সুকুমার, পরমেশ্বর, কালীচরণ কেষ্ট

এ্যাসোসিয়েটেড্ প্রোডাকশন্স্ ষ্টুডিয়োতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
নিউ থিয়েটার্স ল্যাবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র • কে-এল এম (রয়াল ডাচ্ এয়ার লাইন্স্)
ডাঃ ডি, বি, মুখোপাধ্যায় • শ্রী ডি, ঘোষ : শ্রীপ্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় • শ্রীসুহাস সেন

তত্ত্বাবধান : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুনীল মজুমদার

—রূপায়নে—

তুলসী চক্রবর্তী, আশু বসু, প্রভা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, রঞ্জিত রায়, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, সান্ত্বনা (এ্যাঃ) ভাগলপুর, হরিধন মুখোপাধ্যায় (এ্যাঃ), জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এ্যাঃ), বিপিন মুখোপাধ্যায়, আদল চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন ঘোষ (এ্যাঃ), পঞ্চানন ভট্টাচার্য, কেতকী, অমিতা বসু, রমলা চৌধুরী, নমিতা, আশা, সন্ধ্যা, মণিমোহন, বুবি, প্রবীর, বটু, শচীন, মনি, আরতি, কুমারী মাধুরী, জীবেন বসু ও প্রণতি ঘোষ

পরিবেশক • রাণা এণ্ড দত্ত

পাত্রী চাই

"পাত্রী চাই। পাত্রীর রূপ-গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুই প্রয়োজন নাই। এক পয়সাও পণ দিতে হইবে না। কিন্তু পাত্রীর অবশ্যই কবিতা লিখিতে জানা চাই। পাত্র সুপুরুষ, বি-এ পাশ, বিলাত ফেরৎ, সচ্চরিত্র যুবক, কলিকাতায় পাঁচ খানা বাড়ী এবং ব্যাঙ্কে পাঁচ লাখ টাকা। যে মেয়ে কবিতা লিখিতে জানে না, সে বিদ্যায় সরস্বতী এবং রূপে উর্বশী হইলেও তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। নিম্ন ঠিকানায় সন্ধান করুন—

শ্রীগোবিন্দধর গোস্বামী

৩ নং রাজকুমার চ্যাটার্জ্জী রোড, কলিকাতা"

কিন্তু কে এই গোবিন্দধর গোস্বামী? কবি বউয়ের সন্ধানে সারা বাংলা দেশ তোলপাড় করছে—কে সেই মহাকবি?

না, গোবিন্দ কবি নয়। কোন কবিতার দু ছত্রও সে মুখস্থ বলতে পারে না। বি-এ পরীক্ষায় 'মেঘনাদ বধ' কাব্য নিয়ে হোঁচট্ খেতে খেতে সে রক্ষা পেয়েছে।

তবে কেন তার এই আজগুবী খেয়াল?

পাঁচ লাখ টাকার মালিক গোবিন্দ—পাঁচ খানা বাড়ী তার কলকাতায়। তবু তো সে বিখ্যাত নয়! তবু তো তার ছবি ছাপা হয় না খবরের কাগজে! সারা দেশ তো এক ডাকে তাকে চেনে না! সুতরাং যেমন করে হোক তাকে বিখ্যাত হতেই হবে।

যেমন গোবিন্দ—তেমনি জুটেছে তার তিনটি বন্ধু—সব শুদ্ধু চারটি রত্ন! তিন বন্ধু পরামর্শ দেয়—অসাধারণ বিয়ে করে তুই বিখ্যাত হয়ে যা।

—অসাধারণ বিয়ে? সে আবার কি রকম?

অসবর্ণ? বড্ড পুরোনো হয়ে গেছে। গরীবের মেয়ে পার করা? অত্যন্ত সস্তা—কেউ আর ছবি ছাপবে না। ফিল্ম্ অ্যাক্ট্রেস? দরজা পেরুতে দেবে না—ব্লাড্ হাউণ্ড্ লেলিয়ে দেবে। নৃত্য পটীয়সী? ওরে বাবা—সারা জীবন নাকে দড়ি দিয়ে নাচাবে যে!

অতএব কবি-পাত্রী চাই। আর কবির স্বামী? শুধু বিখ্যাত হয়েই উঠবে না—একেবারে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

গোবিন্দ উৎসাহে লাফিয়ে উঠল।

কাগজে বেরুল বিজ্ঞাপন: পাত্রী চাই!

সারা দেশের কন্যাদায়গ্রস্তেরা বন্যা বেগে গোবিন্দকে আক্রমণ করল।

'রাত পোহাল ফর্সা হল' আওড়াতে আওড়াতে এল সাত বছরের পুঁটি; কবি সুদর্শনার অমিত্রাক্ষরের গদা খেয়ে পালাতে পথ পায়না গোবিন্দ; সাঁড়াশীর মতো ছুটে এল মিস্ পাকড়াশী—এক ফাঁকে গোবিন্দের মণিব্যাগটাই হাতড়ে নিলে! আর সর্বশেষে দেখা দিলেন বর্ধমানের মৃদঙ্গ তাঁর দুই কন্যারত্ন অজানা আর অচেনাকে নিয়ে;

দিয়ে গোবিন্দকে তিনি ঘেরাও করলেন—নিছক বাহুবলেই তিনি জলহস্তীর মতো কন্যা গছিয়ে দেবেন গোবিন্দের ঘাড়ে।

বিশ্বস্ত চাকর গদাই প্রাণ বাঁচালো শেষ পর্যন্ত। নাকে খত্ দিয়ে গোবিন্দ প্রতিজ্ঞা করলে: দূর ছাই, বিয়েই আর করব না। এতেই আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে!

কিন্তু সত্যিই তার বিয়ের ফুল ফুটল। শেষ পর্যন্ত এল

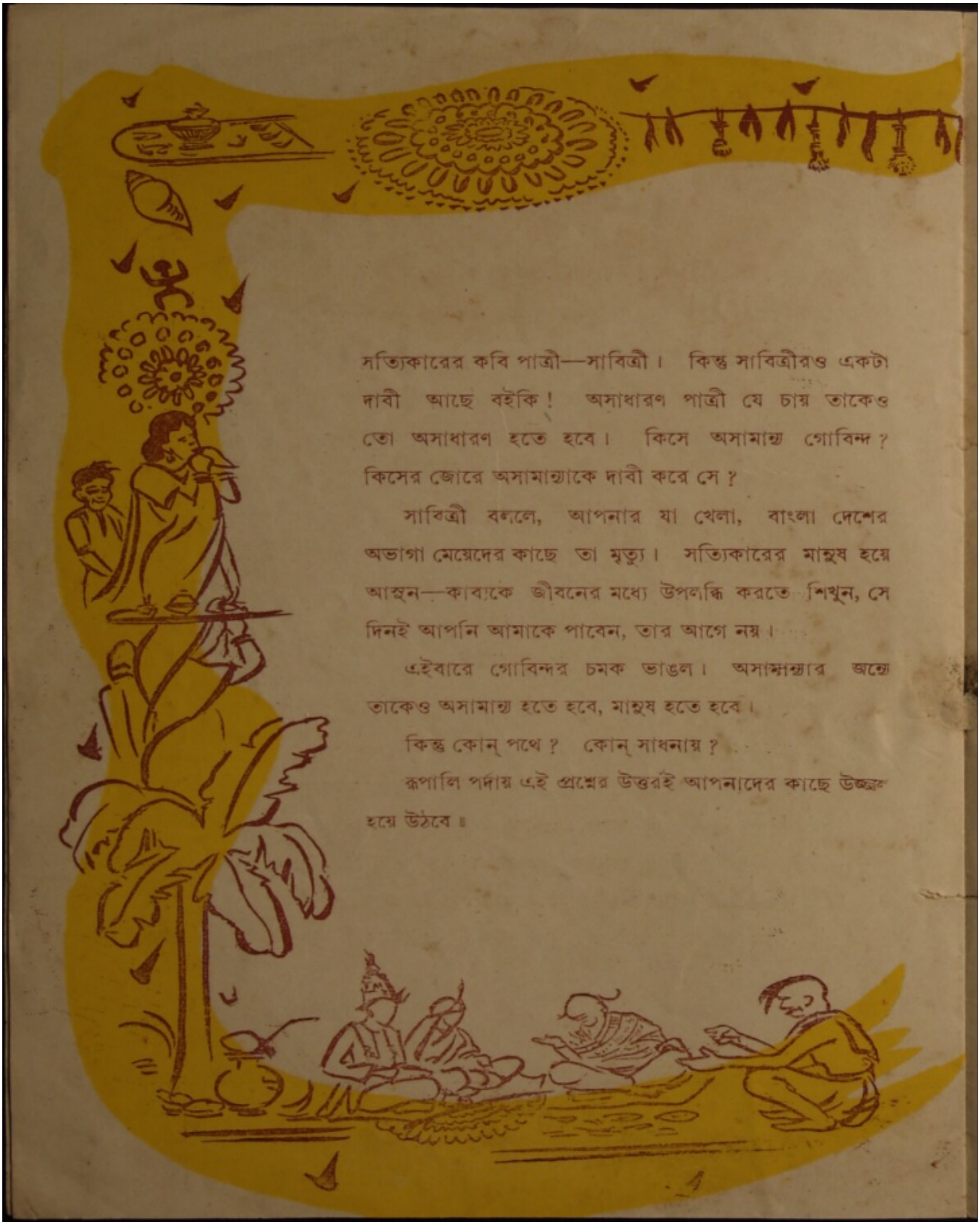

সত্যিকারের কবি পাত্রী—সাবিত্রী। কিন্তু সাবিত্রীরও একটা দাবী আছে বইকি! অসাধারণ পাত্রী যে চায় তাকেও তো অসাধারণ হতে হবে। কিসে অসামান্য গোবিন্দ? কিসের জোরে অসামান্যাকে দাবী করে সে?

সাবিত্রী বললে, আপনার যা খেলা, বাংলা দেশের অভাগা মেয়েদের কাছে তা মৃত্যু। সত্যিকারের মানুষ হয়ে আসুন—কাব্যকে জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করতে শিখুন, সে দিনই আপনি আমাকে পাবেন, তার আগে নয়।

এইবারে গোবিন্দর চমক ভাঙল। অসামান্যার জন্যে তাকেও অসামান্য হতে হবে, মানুষ হতে হবে।

কিন্তু কোন্ পথে? কোন্ সাধনায়?

রূপালি পর্দায় এই প্রশ্নের উত্তরই আপনাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে॥

গান

রিক্ত হাতেই বিদায় নিলে
বিফল অভিমানে,
দুখের প্রদীপ জ্বালিয়ে বুকে
কোন দুরাশার পানে।
আকাশ পারে একটি তারা
রইল চেয়ে নিমেষ হারা
ঝরল শিশির মৌন রাতের
ব্যথার দানে দানে॥

আমার অকূল অশ্রু মাঝে একটি শতদল,
নীরব কুঁড়ির গোপন সুখে কাঁপছে টলমল।
অরুণ-রাঙা আলোর পথে
ফিরবে তুমি বিজয় রথে
পাপড়িগুলি উঠবে ফুটে পাখীর গানে গানে॥

রচনা : আশা দেবী

রাণা এণ্ড দত্তের পক্ষ হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং দীপালী প্রেস, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

খাষি বঙ্কিমচন্দ্রের

কপালকুণ্ডলা

আজ প্রোডাকশানের নিবেদন—

রূপায়নে : সন্ধ্যারাণী, প্রণতি, সমীরকুমার
নীতীশ, নবদ্বীপ ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচালনা : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত : রাজেন সরকার

পরিবেশনা : রাণা এণ্ড দত্ত